R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

কেন্দ্রে গঙ্গা ভাঙন কমিটির রিপোরট পেশ

সত্যনারায়ণ ভকত : ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের জন্য বিভার গ্যাঙ্গেস ইরোসন কমিটি জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সেচ দফতরে চুড়ান্ত রিপোরট পেশ করেছেন। আশা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির রিপোরট অনুমোদন করলে, ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ৯৭ কিলোমিটার নদীর উভয় তীর পিচিং হবে অর্থাৎ পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে ফরাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত ৪০ মাইল নদীর তীর পিচিং এর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৬২ কোটি টাকার একটি ভাঙন প্রতিরোধ পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু সরকারের টালবাহানায় এবং অবজ্ঞায় সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ দূরের কথা, অনুমোদনই লাভ করেনি। সেই সুযোগে কীর্তিনাশার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় বহু শহর, গ্রাম, জনপদ, বাগান এবং আবাদী জমি বিলীন হয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যানে বিধ্বংসী ভাঙনের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান সঠিকভাবে নিরুপিত হয়নি। গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের জন্য সর্বদলীয় ছোটখাটো কমিটি হয়েছে অনেক। কেন্দ্রীয় সরকার কারো কথা শোনেননি। ১৯৩১ সাল থেকে এই ভাঙন শুরু হয়েছে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বিশেষজ্ঞের মতে, তা কেবলমাত্র ঠেকা দেওয়া। স্পার রিবেটমেণ্ট ও পিচিং করে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা কোথাও সফল হয়েছে, কোথাও হয়নি। বন্যার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জরুরী ভিত্তিতে ভাগীরথীর ভাঙন প্রতিরোধে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

বিশেষ প্রতিনিধি : জরুরি ভিত্তিতে জঙ্গিপুর সদরঘাটে ভাগীরথীর ভাঙন প্রতিরোধের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারী সি পি এম এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর দেন। তিনি জানান, তার আগে পুরসভার পক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটি ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প সেচ দফতরে পাঠানো হয়। ভট্টাচার্য জঙ্গিপুর পুরসভার মনোনীত কমিটির সভাপতি। তিনি বলেন, সাধারণ নিয়মে টেকনিক্যাল কমিটি প্রকল্প পাঠান ফাইনান্সে। সেখান থেকে টাকা মঞ্জুর হওয়ার পর কাজে হাত দেওয়া হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফুলতলায় একটি বাসষ্ট্যাণ্ড তৈরীর প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় একটি বাসষ্ট্যাণ্ড তৈরীর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের কাছে। প্রস্তাবটি পাঠিয়েছেন রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক। আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে তিন লক্ষ টাকা। সরকারী অনুমোদন লাভ করলে রঘুনাথগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর মৌজার (ফুলতলা এলাকা) ৩৬৮, ৩৪৬ ও ৮৩৯ নং দাগে ০'৪২ একর ডোবা জমি ভরাট করে বাসষ্ট্যাণ্ডটি তৈরী করা হবে। জমিগুলির কিছুটা খাস, কিছু পুরসভার, কিছু জেলা পরিষদের। ৮৩৯ নং দাগে এখন ১৩টি দোকান আছে, বাসষ্ট্যাণ্ড তৈরীর সময় তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। পুরসভা এবং জেলা পরিষদের কাছ থেকে জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে ফুলতলায় ওই ১৩টি দোকান তৈরী করা হয়েছিল। এ খবর দিয়ে একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, ফুলতলার মত কর্মব্যস্ত এলাকায় একটি বাসষ্ট্যাণ্ড অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন বিভিন্ন রুটের বাস এলোমেলো-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাসষ্ট্যাণ্ডটি তৈরী হলে এসব অসুবিধা দূর হবে।

চোলাই মদ-তাড়ির অবাধ কারবার

নিজস্ব সংবাদদাতা : চোলাই মদ ও তাড়ির অবাধ কারবারে জঙ্গিপুর মহকুমা ছেয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বিশেষ করে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি এলাকায় এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছে বলে খবর আসছে। জনসাধারণ এর জন্য আবগারী বিভাগের ঔদাসীন্যকে দায়ী করেছেন। প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জে লাইসেন্সপ্রাপ্ত তাড়ির দোকান আছে এপার-ওপার মিলে মাত্র দুটি। অথচ গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান। তাড়ি এবং চোলাই মদের অবাধ কারবার চলছে রঘুনাথ-গঞ্জের বালিঘাটা, মির্জাপুর, মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, বড়শিমুল, মধুবোনা, মহম্মদ-পুর, সাইদাপুর এবং সাগরদীঘি থানার দক্ষিণগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে। বালিঘাটায় চোলাই মদ তৈরী হচ্ছে বংশবাটী থেকে জাওয়া ইত্যাদি আমদানী করে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের কাছে এবং জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের গেটে চায়ের দোকান থেকে প্রকাশ্যে চোলাই মদ বিক্রী করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

ভর্তি নিয়ে ভাঙচুর

জঙ্গিপুর, ৯ ফেব্রুয়ারী—গতকাল জঙ্গিপুর কলেজে ভর্তির দাবীতে কিছু ছাত্র অধ্যক্ষের অফিসে ভাঙচুর করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ঐদিন কিছু ছাত্র কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির দাবীতে অধ্যক্ষের অফিসে আসে। কিন্তু ছাত্র ভর্তির নির্ধারিত তারিখ পেরিয়ে যাওয়ায় ও কলেজে বাড়তি কোন সিট না থাকায় অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেকার পঞ্চাশ হাজার

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৩ ফেব্রুয়ারী—ফরাক্কা কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে গত জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বেকারের নাম নামভুক্ত করা হয়েছে। এক্সচেঞ্জ অফিসার এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, এখনও হাজার হাজার লোক নাম লেখাবার জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। দু'তিন মাস এভাবে চলতে থাকলে বেকারের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে বেড়ে পঁচাত্তর হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদিকে কাজের চাপ যেভাবে বাড়ছে, কর্মীর সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়ান হচ্ছে না। ফলে কাজের চাপ বাড়ছে। অবিলম্বে আরো কয়েকজন কর্মী নিয়োগ না করলে সামান্য কয়েক-জন কর্মী নিয়ে কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কাজ চালানো মুসকিল হয়ে পড়বে।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের ৫৯১০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০ ফিট প্রস্থ নিস্তা—তালাই খাল সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প খাতে বাহান্ন হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধি-কারিক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৬।

ইন্দিরা কংগ্রেসিগণ চুপচাপ কেন?

বিগত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পর মুহূর্তেই অর্থাৎ কিনা ফলাফল ঘোষণার সময় হইতেই বাজারে সরিষার তৈল, চিনি, আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি পণ্যের বাজার দর অস্বাভাবিক হারে পড়িতে শুরু করিয়াছিল। ভারতবর্ষ জুড়িয়া (পঃ বঃ ও ত্রিপুরা বাদে) ইন্দিরা কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দলের সমর্থকগণ গাহিতে শুরু করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইন্দিরার ভয়ে যাহার পর নাই ভীত হইয়া ব্যবসায়িগণ দাম কমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাজারদর হুড়-হুড় করিয়া নামিয়া যাইবে এবং আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের জনগণ জলের দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন, নিয়মিত ট্রেন চলিবে, প্রশাসনে দুর্নীতির অবসান ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। জনতা সরকার দুই বৎসরের রাজত্বে যাহা করিতে পারেন নাই, ইন্দিরা সরকার যাদুদণ্ড দিয়া তাহা করিয়া দিবেন।

যখন তাঁহারা ওই সমস্ত কথা বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক—তাঁহারা বেমালুম চাপিয়া গিয়াছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ পণ্যের বাজারদর সেই সময় স্বাভাবিক নিয়মেই কমে। তখন নূতন আলু পিঁয়াজ উঠে, প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসে এবং চাহিদার সূত্রের নিয়মে দাম কমে।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতির মূল্য যে হারে বাড়িয়াছে, জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে তাহার টের পাইয়াছেন। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হইয়াও দাম কমাইয়া তাঁহার সমর্থকগণকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছেন না। ট্রেনও নিয়মিত চলিতেছে না। জনসাধারণের সম্মুখে বেচারী সমর্থকগণের মুখ দেখানো দায় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আর একটি কথাও বলিতেছেন না। দাম বাড়ায় জনগণের দুর্দশার চাইতেও ইন্দিরা কংগ্রেস সমর্থকগণের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। নিন্দুকে বলিতেছে, আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি নাকি নির্বাচনী ব্যয় উশুলের মাশুল। সত্যই কি তাই? জনগণ জানিতে চাহেন প্রকৃত কারণ। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, ইন্দিরা কংগ্রেসিগণ এত চুপচাপ কেন?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

তেঘরি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রসঙ্গে

তেঘরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের পক্ষপাতমূলক আচরণ, অগণতান্ত্রিক ও বেআইনী কার্য্যকলাপের ফলে এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি জনসাধারণের চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সামগ্রিক উন্নতিবিধানের জন্য আমরা নিম্নলিখিত দাবীগুলির সত্বর প্রতিকারের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি নিম্নবর্ণিত দাবীগুলির প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

১। অবিলম্বে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। রোগীদের বাজার আনুপাতিক বেশী পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। হাসপাতাল সংক্রান্ত চক্রান্তমূলক মিথ্যা মামলা বিনা সর্তে প্রত্যাহার করতে হবে ও বাইরের লোক দিয়ে রান্না করানো এবং সরবরাহ করা চলবে না।

৪। রোগীদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

৫। ডাক্তারবাবু কোয়ার্টারে থাকাকালীন অন্য ষ্টাফকে দিয়ে আউটডোর করানো চলবে না।

৬। হাসপাতালের অফিস সময়মত খুলে রেখে কর্মচারী সাধারণকে সময়মত উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। ফিল্ড ষ্টাফকে নিয়মিত ফিল্ড করতে হবে। একাজ করানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঘরে বসে টি এ বিল করা চলবে না।

৮। রাজনৈতিক দলের লোকেরা ভর্তি থাকলে বিশেষ সুযোগ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৯। সাধারণ গরীব রোগী আসলে তার সুচিকিৎসা হয় না এবং তার সঙ্গে কোন লোক রাখার দরকার হলে কর্তৃপক্ষ থাকতে অনুমতি দেন না। অথচ তাদের আয়া রাখার সামর্থ্য নেই। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের লোককে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

১০। আউটডোরে গরীব রোগীদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি বন্ধ করতে হবে এবং রোগীদের সঙ্গে অতি অবশ্যই ভাল ব্যবহার করতে হবে।

১১। আউটডোরে ওষুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে; কমপক্ষে পাঁচ মিনিট প্রতি রোগীকে দেখতে হবে।

১২। হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাবার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে অবিলম্বে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। যথা ইউনিয়ন।

১৩। কোন জরুরী রোগী আনলে তাকে হাসপাতালে এসে দেখতে হবে এবং না দেখে কোন ক্রমেই রোগীকে স্থানান্তরিত করা বন্ধ করতে হবে।

১৪। বৈদ্যুতিক বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। —হাবিবুর রহমান, এম এল এ

এবং আরো পাঁচজন ইন্দিরা কংগ্রেসী।

আসামে অসমীয়া-বাঙালী বিরোধ

অসমীয়া এবং বাঙালীর মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও আসামে, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'অসমীয়া-বাঙালী বিরোধ' (Assamese-Bengali Rivalry) এটা কোন নতুন জিনিস নয়। এই বিরোধ নিয়ে আসামে অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে। খাটী অসমীয়ারা (The Native Assamese People) আসামবাসী বঙ্গভাষী হিন্দুদের সদা সর্ব্বদাই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আসছে।

প্রথিতযশা অসমীয়া সাহিত্যিক ও সাংবাদিক (নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত) বন্ধুবর শ্রীযুত হোমেন বরগোহাঞি তাঁর অসমীয়া ভাষায় লেখা 'বহিরাগতর সমস্যা' নামের পুস্তকের এক জায়গায় বলেছেন —আসামে আসা বিদেশী বহিরাগতের মধ্যে বাঙালী হিন্দুও আছে, বাঙালী মুসলমানও আছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি স্থানীয় অসমীয়াদের মনোভাব এক রকম নয়। অসমীয়া উপজাতীয়তাবাদের (Sub-nationalism) মূল ঐক্য সূত্র ও চালিকাশক্তি হ'ল অসমীয়া ভাষা। যেসব লোকের দ্বারা অসমীয়া ভাষার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে অসমীয়ারা মনে করে সেসব লোককে তারা সন্দেহপূর্ণ বৈরীতার দৃষ্টিতে দেখে।

হোমেনবাবু আর এক জায়গায় লিখেছেন—'আগেই বলেছি অসমীয়া উপজাতীয়তাবাদের মূল আধার এবং চালিকা শক্তি হ'ল ভাষা। অতএব অসমীয়ারা সব চাইতে বেশী ভয় করে বহিরাগত বাঙালী হিন্দুকে, সব চাইতে অবাঞ্ছিত বলে ভাবে বাঙালী হিন্দুকে। বহিরাগতের সমস্যা বলতে অনেক অসমীয়ার কাছে বাঙালী হিন্দুর সমস্যা'।

দীর্ঘদিনের বহু বিতর্কিত অসমীয়া-বাঙালী বিরোধটা যে মূলতঃ এই ভাষা সমস্যা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আরও হোক। অসমীয়ারাও এখন নিজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব করতে শিখেছে। ওরা নিজের দেশে নিজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব করবেই তো। সে যাই হোক 'অসমীয়া-বাঙালী বিরোধ' এর মূল কারণগুলো আদৌ উপেক্ষা করা উচিত নয়। বিরোধের এই কারণগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে স্রেফ টল টক ও রাজনীতি ছাড়া আজ অবধি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ (এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে) হয়নি। ভবিষ্যতে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগে ভাষা সমস্যার চাইতে জান মানের সমস্যাটাই সকলের কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা।

তারপর বাঙালীর ঘরের কথা কিছু বলছি। বাঙালীরা তাঁদের পৈতৃক বঙ্গ জগতের বাইরেও নিজের ভাষা, সাহিত্য, এবং সংস্কৃতি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বাঁচতে চায়, পেটে ভাত থাক আর নাই থাক। তার কারণ কি? বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিপিন পাল, নজরুল, অসিমউদ্দিন, তিতুমীর, সূর্য্য সেন, বিনয়-বাদল-দিনেশের মত প্রমুখ দেশবরেণ্য সন্তানের আবির্ভাব যদি বঙ্গ জগতে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের জুয়া খেলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাসার ও কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী ১১ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর এস ডি পি ও র কাছে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির প্রাক্তন হাবিলদার-ইন-চারজ ষষ্ঠী দের শাস্তি দাবি করেছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, ওই হাবিলদার কয়েকজন জুয়ারি জুটিয়ে ফাঁড়ির ভেতর জুয়া খেলতেন। ফাঁড়ির পুলিশ কর্মচারীরা আপত্তি জানিয়েও ফল পাননি। বাধ্য হয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে বহরমপুর ট্রাফিকে বদলি করা হয়।

সমিতি আরো অভিযোগ করেছেন, ৩৪নং জাতীয় সড়কে হাইওয়ে পেট্রলের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রাত্রে গাড়ীর কনসটেবলদের নিরাপত্তাহীন যে কোন জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়ে লরিচালকদের কাছ থেকে নাকি অর্থ সংগ্রহ করেন। আর একটি সংবাদে জানানো হয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন সাব ইনসপেকটর নাকি স্ত্রীকে নিয়ে সরকারী জীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। তাঁরই যোগসাজসে নাকি সাইদাপুরে জুয়া খেলার আসর জমে উঠছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

চাঁদা তুলেও পূজো হয়নি

সাগরদীঘি, ৬ ফেব্রুয়ারী—বালিয়া হাই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এবার সরস্বতী পূজোর চাঁদা তুলেও পূজো হয়নি বলে সংবাদদাতা জানিয়েছেন। পূজোর দিন অনেক ছাত্র এসে ঘুরে গিয়েছে এবং পূজো না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে।

স্মরণোৎসব

জঙ্গিপুর, ১১ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী দু'দিনব্যাপী রামকৃষ্ণ সারদামণি ও বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব পালিত হয়েছে। ৯ তারিখ সকালবেলায় স্মরণোৎসব শুরু হয় এবং দুদিনব্যাপী আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানারকম অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে গতকাল শেষ হয়।

খেলার খবর

১১ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ৩য় বার্ষিকী জঙ্গিপুর মহকুমা গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে শেষ হয়েছে। সুতি ২নং ব্লক বাদে অংশগ্রহণকারী ব্লক-গুলির মধ্যে সাগরদীঘি ব্লক ৭৪ পয়েন্ট পেয়ে দলগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে।

১২ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলেজের নিজস্ব মাঠে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান পান ফজলে আলি। মহিলা বিভাগে যুগ্ম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান পান মিনতি সাহা ও মঞ্জুশ্রী ধর।

৮ ও ১০ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘি পূর্বচক্র ও রঘুনাথগঞ্জ চক্রের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাগরদীঘির পাটকেলডাঙ্গা ও রঘুনাথগঞ্জের বাঘা স্কুল চ্যামপিয়ান হয়।

পঞ্চায়েত সদস্যের দলত্যাগ

জঙ্গিপুর, ১২ ফেব্রুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্য আল্লারাখা সেখ গতকাল দলত্যাগ করে ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সয়াবীন সম্পর্কে আলোচনা

সংবাদদাতা, ১২ ফেব্রুয়ারী—গতকাল রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সয়াবীন সম্পর্কে আলোচনা এবং পুষ্টিকর সয়াবীনের বিভিন্ন রকম খাদ্যের পাকপ্রণালী হাতেকলমে শেখানোর উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি বিভাগ।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
রেশমী বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

আসামে (২য় পৃষ্ঠার পর)

না হয়ে অন্য কোন জগতে হত তাহলে বাঙালীরা হয়তো ভিন দেশীয় সুবিধা-বাদী অর্থ পিশাচ ব্যবসায়ীর মত যেখানে রাত সেখানে কাৎ হত (যেদিকে চাঁদ ওদিকেই সেলাম ঠুকত), দেশে দেশে অযথা মারও খেত না। ছত্রভঙ্গ স্বপ্ন-ভঙ্গ বাঙালীরা বঙ্গ জগতের বাইরে নিজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে, বক্তৃতা দেয় কিন্তু তারা তথাকথিত 'বাঙালীয়ানা' নিয়ে কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে না। পাশের স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলা নামের দেশটির কথা আলাদা। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত 'আমরা বাঙালী' নামের নতুন রাজনৈতিক দলের দাদাবাবুদের কথার ভাবসাব সম্পূর্ণ আলাদা।

শ্যামলীমা অসম আসাম দেশে বাঙালীরা একটা উল্লেখযোগ্য ভাষীক সংখ্যালঘু (Linguistic Minority) সম্প্রদায়। আসামে তাঁদের কিছু অবদানও রয়েছে। আজ আসামের প্রতিটি স্থায়ী বঙ্গভাষী নর-নারী রাজনৈতিক (Politically) দৃষ্টিকোণ থেকে অসমীয়া (বঙ্গভাষী অসমীয়া)। সাংস্কৃতিক (Culturally) দিক থেকে সে যাই হোক না কেন। কিন্তু আসামের এক শ্রেণী অসমীয়া কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী বন্ধুর বক্তব্য হল আসামের বঙ্গভাষীরা কেবল 'বঙ্গভাষী অসমীয়া' বলে পরিচয় দিলেই হবে না। বঙ্গভাষী অসমীয়ারা (অবশ্যই বঙ্গভাষী হিন্দু) নিজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে চিরদিনের নামে ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে আপন করে নিয়ে মূল অসমীয়া জনমানসের (Assamese National Mainstream) সঙ্গে মিলেমিশে গেলেই তবে প্রকৃত অস-মীয়ার স্বীকৃতি পাবে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে আসামের অনেক বঙ্গভাষী হিন্দু সোনার মাটির টানেই হোক বা অন্য কোন অর্থ-নৈতিক কারণেই হোক ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিজের বলে গ্রহণ করে আসাম দেশকে আপন করে নিয়েছে। এই তো এর মধ্যে এই সেদিন গৌহাটী মহানগরীর কিছু বঙ্গভাষী হিন্দু অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এক অসমীয়া ভাষী বাঙালী সমাজ (Assamese Speak-ing Bengali Association) গঠন করেছে। কিন্তু আসামের যে সব বঙ্গভাষী হিন্দু অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেননি তাঁদের পক্ষে এই তথাকথিত সংরক্ষণশীল, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাতারাতি কি করে মনে প্রাণে খাঁটী অসমীয়া হওয়া সম্ভব ? এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিবর্তনের (Natural evolution) কথাটা অবশ্য আলাদা। আসামের প্রতিটি বঙ্গভাষী হিন্দু যদি রাতারাতি মনে প্রাণে প্রকৃত অসমীয়া (Hundred Percent) হয়ে যায় তাহলেই কি পর্ব্বত সমান অসমীয়া বাঙালী বিরোধের চির অবসান ঘটবে ? মনে হয় না। —নারায়ণ রায় (সাংবাদিক), আহ্বায়ক—আসাম বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশন।

ধ্বংস অনিবার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ। যুগে যুগে এ দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন সিদ্ধ ঋষি পুরুষেরা। তাঁদের স্পর্শ ভারতবর্ষকে দিয়েছে নতুন পরিচিতি।' ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রচারক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ এক ধর্ম সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে এ কথা বলে-ছেন। জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সম্মতি-নগর ও মিরজাপুরে এই ধর্মসভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবাড়ীতে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। প্রধান বক্তা স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী বলেন, 'ধর্ম দেশ ও জাতিকে দেয় শুদ্ধি। ধর্মবিবর্জিত রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য। শঠতা, ভণ্ডকতা এবং ব্যভিচার আজ দিকে দিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে। এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্র-নায়কদের অসততা ও আত্মস্বার্থ।'

স্বামীজী বলেন, কিছু দুষ্কৃতকারীর উস্কানী ও কুকর্মের জন্য দেশে আজ এত অশান্তি। যে ধর্মেরই হোন না কেন তাঁরা দেশের শত্রু। স্বামী আদিত্যানন্দ মহারাজ বলেন, রাজনীতি আজ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হিরণ্যকশিপু একদিন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়েছিলেন। বর্তমান অসৎ রাজনীতিবিদ্‌রাও ধ্বংস হবেন।

এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে এক বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রা রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। বিকেলে দুঃস্থদের মধ্যে কাপড় ও কম্বল বিতরণ করেন মহকুমা বিচারপতি সুনির্মল প্রতিহার।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

ভাঙ্গন কমিটির রিপোরট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় টেটরাপয়েড পদ্ধতি অর্থাৎ বাঁশের তেপায়া খাঁচায় পাথর দিয়ে সাময়িক-ভাবে ভাঙন রোধের চেষ্টায় ফল পাওয়া গিয়েছে। গত বছর অরঙ্গাবাদ এলাকায় এই ব্যবস্থা ভালো কাজ করেছে। আবার বেনিয়াগ্রাম, নুরপুর, কুতুবপুর, শেখালিপুর প্রভৃতি এলাকায় ব্যর্থ হয়েছে। আসলে স্থায়ী কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি বলেই এমনটি হয়েছে। আপাততঃ রিবেটমেনট ও পিচিং এর কাজ চলছে। ঠেকা দেওয়ার ব্যাপারে রিবেটমেনট এর কাজই বেশী সুবিধাজনক।

গঙ্গানদী সবচেয়ে বড় নদী। তাই এর সমস্যাও বিরাট। ফরাক্কা থেকে মোহনার দিকে এই নদী দিয়ে সাতাশ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষের আর কোন নদী দিয়ে এত বিপুল পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় না। তেমনি ফরাক্কার ভাটিতে লালগোলা ও জলঙ্গী পর্যন্ত নদীভাঙনের ক্ষয়ক্ষতিও বিপুল। এটা একটা জাতীয় সমস্যা। সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে এর মোকাবিলা হওয়া দরকার। এর দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য-কেন্দ্রের বিরোধ আগের ভাঙন প্রতিরোধ পরিকল্পনাকে বানচাল করেছে। সুখের বিষয়, গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষের সাতজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে 'রিভার গ্যাঞ্জেস ইরোসন কমিটি' গঠন করা হয় গত বছর। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন প্রীতম সিং। এক বছরে কমিটির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ভাঙন প্রতিরোধের জন্য ২০০ কোটি টাকার রাফ এস্টিমেট করা হয়। কমিটির সর্বশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে। তার পরেই চূড়ান্ত রিপোরট পেশ করা হয় কেন্দ্রীয় সেচ দফতরে। কমিটির ওই রিপোরটের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। রিপোরট তৈরীর সময় ফরাক্কা থেকে নদীর উজান ও ভাটির অর্থ নৈতিক ও কারিগরি বিষয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সযত্নে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির সংযোজন : কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী গঙ্গাভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, ফরাক্কার উজানে রাজমহল পর্যন্ত ৭২ কিলোমিটার এবং ভাটিতে লালগোলা পর্যন্ত ১০২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্যাপক ভাঙন প্রতিরোধের জন্য ২৯৩ কোটি টাকার একটি খসড়া পরিকল্পনা বিভাগীয় দপ্তরের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অবিলম্বে এই এলাকার ভাঙন রোধ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করছেন।

পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু জঙ্গিপুর সদরঘাটের ভাঙ্গন পরিস্থিতি গুরুতর এবং শহরের পক্ষে বিপজ্জনক বলে জরুরী ভিত্তিতে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে সেচ দফতর ভাঙন ঠেকাতে চান। ৭ ফেব্রুয়ারী ভারতায় রাজ্য সেচমন্ত্রী, সেচ বিভাগের চীফ ইনজিনীয়ার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এক বৈঠকের পর ওই টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং সাতদিনের মধ্যে টেনডার কল করে কাজে হাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভট্টাচার্য জানান, রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট থেকে সুজাপুর পর্যন্ত ৩২ লক্ষ টাকার ভাগীরথী ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প টেকনিক্যাল কমিটিতে পড়ে ছিল। আগামী আর্থিক বছরে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে প্রকল্পটির কাজে হাত দেওয়া হবে বলে রাজ্য সেচমন্ত্রী ওই বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেচমন্ত্রী আরো বলেছেন, ভাগীরথীতে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ সংযোগ সেতুর কাজ, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও, রাজ্য সরকার নিজেদের উদ্যোগে তৈরী করার চেষ্টা করবেন। এক কোটি টাকা পর্যন্ত কোন প্রকল্পের রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগে না। কিন্তু এই সেতুর কাজে এক কোটি টাকার বেশী খরচ হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হবে। এবং সেই অনুমতি এবং আর্থিক বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার না দিলেও রাজ্য সরকার গুরুত্ব এবং সমস্যা গভীরভাবে বিবেচনা করে সেতুটি তৈরী করার চেষ্টা করবেন। অবশ্য ২৯৩ কোটি টাকার নিম্ন ফরাক্কা প্রকল্পে এই সেতুটি তৈরীর সংস্থান রয়েছে। ওই পরিকল্পনায় গঙ্গা ও ভাগীরথীর ভাঙন রোধ এবং তার সঙ্গে কয়েকটি সেতু তৈরীর সংস্থান রয়েছে। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ সংযোগ সেতু তার মধ্যে একটি। সেতুটি তৈরী করতে দেড় কোটি টাকা খরচ হতে পারে রাজ্য পূর্ত দফতর অনুমান করছেন। এবং সেভাবে একটি প্রকল্পও তৈরী করা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

ভর্তি নিয়ে ভাঙচুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। ছাত্রেরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অবিলম্বে ভর্তির দাবী জানায়। অধ্যক্ষ পুনরায় তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে অফিস থেকে বেরুতে উদ্যত হলে ছাত্রদলের একজন, গাঙ্গলু সেখ, অধ্যক্ষের সামনেই তাঁর চেয়ারে বসে পড়ে ও অন্য দুই একজন অফিসের কাঁচের কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে শুরু করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ পুলিশের সাহায্য চেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ফোন করেন। বেগতিক বুঝে ছাত্রেরা অবশ্য পুলিশ আসার আগেই কলেজ ছেড়ে চলে যায়।

বিদেশী কাপড় আটক

জঙ্গিপুর—গত ১১ ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ একটি ঘোড়ার গাড়ী থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে পাচার হওয়া আনুমানিক দশ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী কাপড় জোতকমলে আটক করে।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন, সেচের জল ধরে রাখার জন্য ওই টাকা খরচ করে খালটি ৬ ফিট গভীর করা হবে। সেচসেবিত হবে প্রায় ৫০০ একর ফসলি জমি। ফলে এখন সেখানে বছরে একটি ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, প্রকল্প রূপায়ণের পর এলাকায় তিনটি করে ফসল ফলবে। উপকৃত হবেন এলাকার প্রায় হাজার তফসিল জাতি ও প্রান্তিক চাষী পরিবার। সম্ভাব্য সেচসেবিত এলাকার ষাট শতাংশ জমির মালিকদের নিয়ে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বেনিফিসিয়ারি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বহুক্ষণ ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।